দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

যশোরের গ্রামাঞ্চলে কলেজ শিক্ষার্থী সঙ্কট

অনলাইন পদ্ধতি

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ অনলাইনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় যশোরের গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলো শিক্ষার্থী সঙ্কটে পড়েছে। এসব কলেজে আসন সংখ্যার তুলনায় অনেক কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। যশোরের গ্রামাঞ্চলের সব কলেজই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারেনি। এভাবে চলতে থাকলে কলেজ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে বলে মনে করেন ওইসব কলেজ কর্তৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, যশোর সদর উপজেলার তালবাড়ীয়া ডিগ্রী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা সাড়ে ৪শ'। অথচ অনলাইন প্রক্রিয়ায় ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬০ শিক্ষার্থী। তৃতীয় মেধা তালিকার ফলাফল প্রকাশের পরও এ কলেজে ৩শ' ৯০টি আসন শূন্য রয়েছে। এ রকম অবস্থা থাকলে কলেজ চালানো অসম্ভব হবে বলে মনে করেন অধ্যক্ষ আমিনুল হক। তিনি জানান, অনলাইনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পদ্ধতি চালু হওয়ায় আমরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কারণ অনলাইন পদ্ধতিতে শহরের ভাল কলেজগুলোতে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তাই আমাদের কলেজগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারের এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা উচিত। উপশহর ডিগ্রী কলেজে শিক্ষার্থী আসন সাড়ে ৪শ'। অথচ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ১শ' ২০ শিক্ষার্থী। ফলে এ কলেজে ৩শ' ৩০টি আসন শূন্য রয়েছে। অনলাইন পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থী কম ভর্তি হয়েছে বলে জানান অধ্যক্ষ শাহীন ইকবাল। তিনি জানান, এনালগ পদ্ধতিতে প্রতিবছর বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। অথচ ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থী কম ভর্তি হয়েছে। উপশহর মহিলা ডিগ্রী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ৬শ'। শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে মাত্র ৩শ' ১২ জন। এখনও ২শ' ৮৮ আসন খালি রয়েছে। এ বিষয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অমল কুমার বিশ্বাস জানান, অনলাইন পদ্ধতিতে অনেক কলেজে কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এ কথা সঠিক নয়। কারণ কলেজের পড়াশুনার মানের ওপর নির্ভর করে কম বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তিনি আরও জানান, অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া ভাল। ঘরে বসে শিক্ষার্থীরা ভাল কলেজে আবেদন করে ভর্তি হতে পেরেছে।

মনিরুজ্জমান মনির, সুরুজ মিয়া ও রাজিব সুলতান।

পুলিশ জানায়, জেলার শীর্ষ পর্যায়ের সন্ত্রাসী শুভ একটি প্রাইভেটকারে তার সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছিল। মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে ডিবি ও গাবতলি থানা পুলিশ ছাতিয়ানতলা এলাকায় প্রাইভেটকারটি থামিয়ে তল্লাশি করে। তাদের আটক করে শীর্ষ সন্ত্রাসী জামিল উদ্দিন শুভর বিরুদ্ধে জোড়া খুনসহ ৩টি হত্যা মামলা ছাড়াও চাঁদাবাজি ও অপহরণ মামলা রয়েছে এবং আব্দুল হাদি একটি হত্যা মামলায় সাজা ভোগ করেছে। অন্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে।